"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন, পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারন"

-শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় ।
অভিমান-শূণ্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥

-শ্রীল লোচন দাস ঠাকুর

নিতাইয়ের কৃপা বিনে ভাই । ব্রজের রাধাকৃষ্ণ পেতে নাই ॥

-শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর

পরমদয়াল নিত্যানন্দের নামহট্টে যোগদান করে দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে স্বার্থক করুন ।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ

প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য ঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

(নামহট্টের সাংগঠনিক অবকাঠামো সম্পর্কিত)

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

ইস্‌কন, হরেকৃষ্ণ নামহট্ট কেন্দ্রীয় কার্যালয়, ঢাকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী

শ্রীশ্রীনামহট্ট

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী
প্রভুপাদের কৃপাধন্য
শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত

নামহট্ট ডাইরেক্টরেট্
ইস্কন, ৭৯ স্বামীবাগ রোড, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ
ইস্‌কন
শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্টের পক্ষে
শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
৭৯ স্বামীবাগ রোড, স্বামীবাগ আশ্রম, ঢাকা।
ফোন ঃ ০২ ৭১১২৬৪১
মোবাইল ঃ ০১৭১৪২০২০৭৪, ০১৭৩০০৫৯২০১

প্রথম সংস্করণ ঃ ৫০০০ কপি
শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, ২০১০

তথ্য সহযোগিতায় ঃ
শ্রী শ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট, শ্রীমায়াপুর, ভারত।

ভিক্ষা ঃ ১৫ টাকা

মুদ্রণ ঃ বি. এম. ডিজাইন এন্ড প্রিন্টিং
ফোন ঃ ০১৭১৫-০১১৩০৬

বিঃ দ্রঃ- এই গ্রন্থটি সকল নামহট্ট ভক্তদের জন্য অত্যাবশ্যক।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

শ্রীশ্রীগোদ্রুম কল্পাটবী

প্রথম দ্রুম

প্রধান চরিত্রাবলী

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধামে (ধামের যে অংশে যখন বসে)

"নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরস বিগ্রহঃ।"

ভান্ডারঃ বেদান্ত-পরিচিত উপনিষদ-রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাশাস্ত্র।

মুল মহাজন ঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

অংশী মহাজন ঃ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু (গৌড়ে); শ্রীরূপ, সনাতন (ব্রজে); শ্রীস্বরূপ, রামানন্দ (ক্ষেত্রে)।

ভান্ডারী ঃ শ্রীগদাধর পন্ডিত গোস্বামী, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীমতী জাহ্নবী ঠাকুরাণী (গৌড়ে); শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীপরমানন্দ পুরী (ক্ষেত্রে)।

প্রতিহারী ঃ শ্রীবংশীবদনানন্দ, শ্রীবসু রামানন্দ, শ্রীপুন্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীদামোদর পন্ডিত, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীজগদীশ, শ্রীহিরণ্য পন্ডিত (গৌড়ে); শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, শ্রীরাঘব পন্ডিত (ব্রজে); শ্রীহরিদাস ঠাকুর (ক্ষেত্রে)।

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীশ্রীবাস পন্ডিত ও তদ্‌ভ্রাতাগণ, আচার্যরত্ন (গৌড়ে); শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীরাজা প্রতাপরুদ্রদেব (ক্ষেত্রে)।

লেখক ও গণক ঃ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর (গৌড়ে); শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (ব্রজে); শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক (ক্ষেত্রে)।

পোদ্দার বর্গ ঃ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি, শ্রীমতী শচীমাতা ঠাকুরাণী, শ্রীমতী সীতাদেবী, শ্রীমতী মালিনীদেবী (গৌড়ে), শ্রীমতী সার্ব্বভৌম পত্নী (ক্ষেত্রে); সানোড়িয়া বিপ্র (ব্রজে)।

মুদ্রা পরীক্ষক বা পোদ্দার ঃ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, শ্রীঅভিরাম গোস্বামী, শ্রীকবিকর্ণপুর (গৌড়ে),শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র (ক্ষেত্রে)।

দালাল বা যোজক ঃ শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীকেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যা বাচস্পতি (গৌড়ে); শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী (ব্রজে); শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী (ক্ষেত্রে)।

পরিমাতা বা কয়াল ঃ শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীবসু রামানন্দ (গৌড়ে), শ্রীকবিরাজ গোস্বামী (ব্রজে), শ্রীকাশী মিশ্র (ক্ষেত্রে)।

পরিচারক ঃ শ্রীবুদ্ধিমন্ত খাঁ, শ্রীবিজয়দাস রত্নবাহু, শ্রীবনমালী পণ্ডিত, শ্রীগরুড় পণ্ডিত, শ্রীনৃসিংহানন্দ, শ্রীরামাই পণ্ডিত ইত্যাদি (গৌড়ে); শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য (ব্রজে), শ্রীগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত (ক্ষেত্রে)।

বাহক ঃ শ্রীসঞ্জয়, শ্রীশুক্লাম্বর, খোলাবেচা শ্রীধর, শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী (গৌড়ে)।

শাকটিক বাহক ঃ শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীবাসুদেব ঘোষ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোপীনাথ সিংহ (গৌড়ে)।

ক্রেতা বা খরিদ্দার ঃ শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীজগাই-মাধাই, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ।

।। পণ্যদ্রব্য ।।

১) নাম, ২) রূপযুক্ত নাম, ৩) গুণযুক্ত নাম, ৪) লীলাযুক্ত নাম, ৫) রসিত নাম, ৬) সর্ব্বরসসিক্ত নাম, নাম- ইক্ষুরস, রূপযুক্ত নাম, গুড়, গুণযুক্ত নাম-খণ্ডসার, লীলাযুক্ত নাম-শর্করা রসিত নাম-অসিত মিশ্রি, সর্ব্বরসসিক্ত নাম-উত্তম মিশ্রি।

অর্থ বা মূল্যের নিয়ম ঃ এই ব্যাপারে অপ্রাকৃত পয়সা, সিকি, আধুলি টাকা, মোহর চলে না। অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুদ্রা চলে। যিনি প্রাকৃত অর্থ দিয়া বা লইয়া এই দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার বিষম ভ্রম তাঁহার পক্ষে এ ব্যাপারে প্রবেশ করা উচিত নয়।

।। অপ্রাকৃত মুদ্রা নিরূপণ ।।

১। শ্রদ্ধা [পয়সা], তাহাতে নাম পাওয়া যায়।

২। নিষ্ঠা [দুয়ানি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অষ্টমাংশ], তাহাতে রূপযুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৩। রুচি [সিকি অর্থাৎ রজত মুদ্রার চতুর্থাংশ], তাহাতে রূপ ও গুণ যুক্ত নাম পাওয়া যায়।

৪। আসক্তি [আধুলি অর্থাৎ রজত মুদ্রার অর্দ্ধাংশ], তাহাতে রূপ, গুণ ও লীলাযুক্ত-নাম পাওয়া যায়।

৫। ভাব বা রতি [টাকা অর্থাৎ রজত মুদ্রা], তাহাতে রসিত নাম পাওয়া যায়।

৬। প্রেম [স্বর্ণমুদ্রা বা মোহর],তাহাতে সর্ব্বরসসিক্ত নাম পাওয়া যায়। যিনি যেমন মূল্য দিবেন, তিনি সেইরূপ দ্রব্য পাইবেন। ইহাতে রহস্য এই যে, খরিদ্দার যে মূল্য দিয়া নাম লইবেন, মহাজনের কৃপা সেই মূল্য ও তাঁহার নিকটে নাম-সংখ্যায় গুণিত হইয়া ফেরৎ আসিবে।

।। এই মহা- হাটের শাখা ত্রিবিধা ।।

১। পণ্যবীথিকা বা বাজার, ২। বিপণী বা দোকান, ৩। ব্রাজকবিপণী বা পশারী।

পণ্যবীথিকা বা বাজার ঃ বাজারের আকার হাটের অনুরূপ। শ্রীপাট খড়দহ, শান্তিপুর, বাঘনাপাড়া, মালপাড়া, বিষ্ণুপুর, জাজিগ্রাম, খেতুরী, গোপীবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে বাজার আছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ৬৪ মহান্ত ৬৪ বাজার বসাইয়াছেন।

বিপণী বা দোকান ঃ এক এক করিয়া বা বিপণীপতি যে স্থানে বসিয়া দ্রব্য বিক্রয় করেন, সেই স্থান দোকান। দোকান দুই প্রকার যথাঃ-

১। মহাজনের নিকট ধারে জিনিষ লইয়া বিক্রয় করেন, পরে মূল্য বুঝাইয়া দিয়া নিজের লাভ প্রাপ্ত হন।

২। আপনার অর্থ দিয়া মাল আনেন ও বিক্রয়ান্তে লাভ পান।

ব্রাজক-বিপণী বা পসারী ঃ পসারীরা মহাজনের নিকট ধারে বা মূল্য দিয়া মাল লইয়া মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে, পথে পথে বিক্রয় করেন। কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন।

যোজক বা দালাল ঃ যাঁহারা খরিদ্দারগণকে মহাজনের নিকট লইয়া গিয়া মাল খরিদ করাইয়া দেন, তাহারা দালাল।

ক্রেতা বা খরিদ্দার ঃ জগজ্জন/জগজ্জনের মধ্যে যাঁহাদের অর্থ আছে, তিনি মাল খরিদ করিবেন। একটু রহস্য এই যে মেকী অর্থ দিলে মাল স্বভাবত মেকী হইয়া পড়ে; খরিদ্দারগণ শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন বা নিশান দেখিয়া মাল খরিদ করিলে প্রবঞ্চকের হাতে পড়িবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ-নামেই শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন।

কৃত্রিম অর্থ বা মেকী টাকা ঃ অন্যাভিলাষশূন্য ও জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত শ্রদ্ধাদির সহিত আলোচনার নামই অর্থ। যে স্থলে আলোচনায় অন্যাভিলাষ বা জ্ঞান কর্ম্মাদির সম্মান থাকে না, সেখানে অর্থ মেকী। মেকীর বিনিময়ে মেকী দ্রব্য অর্থাৎ নামাভাসই লভ্য হয়। মহাজনের মাল সব অকৃত্রিম। অবস্থা ও পাত্র ভেদে সেই অকৃত্রিম মালই নামাভাষ রূপ মেকী হইয়া পড়ে।

শ্রীনামহট্টের বিবরণ

১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের নাম স্বরূপ মহা-হট্ট শ্রীনবদ্বীপে উদয় হইয়াছে। হট্টের মূল শাখা শ্রীনবদ্বীপে-শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহাজনীর অধীন। দ্বিতীয় শাখা শ্রীব্রজধামে-শ্রীরূপ-সনাতনের অধীন। তৃতীয় শাখা শ্রীপুরুষোত্তমে-শ্রীস্বরূপ- রামানন্দের মহাজনীর অধীন।

২। উক্ত হট্টত্রয়ের অধীন শ্রীবীরভদ্র প্রভু, সভ্রাত শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর প্রভু নানা স্থানে বাজার বসাইয়াছেন।

৩। ঐ সমস্ত হট্ট ও বাজারের অধীনে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ফড়িয়া বিক্রেতাদিগের দোকান।

৪। ঐ সকল হট্ট, বাজার ও দোকান হইতে মাল লইয়া পসারিগণ নামের পসরা মাথায় করিয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করেন। এইরূপ হট্ট, বজার দোকান ও পসার সর্বত্র সর্ব্বকাল চলিবে। যে সময়ে যে সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব জন্ম গ্রহণ করেন, তাহারাই ঐ সকল ব্যাপার চালাইবেন।

৫। শ্রীশ্রীমূল মহাজনের ইচ্ছায় সম্প্রতি শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত গোদ্রুম ক্ষেত্রে শ্রীসুরভিকুঞ্জে শ্রীমূল হট্ট অবস্থিত আছে, তত্রস্থ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ঐ হাটে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। দেশ বিদেশস্থ যে সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব মহাশয়গণ নিজ নিজ প্রদেশে বিপণীপতি ব্রাজক-হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা প্রচারক বা সহরৎকারী শ্রীযুক্ত রাম-সেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তি-ভৃঙ্গ মহাশয়কে সুরভিকুঞ্জের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমহাজনের আজ্ঞা পত্রসহ পণ্য দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন।

৬। বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীমহাজনের আজ্ঞা-পত্র-প্রাপ্ত পণ্য বীথিকা-পতি, বিপণীপতি ও ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ সর্ব্বদা শ্রীমহাজনের নিরূপিত চিহ্ন অর্থাৎ শ্রীগৌরচন্দ্র নামের সহিত কৃষ্ণনাম-রূপ পণ্য-দ্রব্য খরিদ্দারকে

দিবেন। ব্রাজক-বিপণী কোন গ্রামে উপস্থিত হইলে নিরূপিত চিহ্ন-সহ পতাকা উড়াইয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবেন। খরি-দারের প্রদত্ত মূল্যানুসারে তারতম্য বিচার পূর্ব্বক পণ্য দ্রব্য দিবেন। সতর্ক থাকুন যে, উপযুক্ত মূল্য না পাইয়া উপযুক্ত পণ্য না দেওয়া হয়। তাহা দিলে পণ্য দ্রব্য স্বভাবতঃ মেকী প্রায় হইয়া পড়িবে।

৭। যে যে মহানুভব বিপণীপতি প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহারা পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করত তাঁহাদের কার্য্যের বিবরণ প্রতি বৎসরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মদিনের পূর্ব্বে শ্রীসুরভিকুঞ্জে প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা যে যে স্থানে পরিদর্শন করিবেন, বৎসরের মধ্যে যতদিবস মহাজনের কার্য্য করিবেন ও যে যে শ্রদ্ধাবান পুরুষদিগকে নামের গ্রাহক করিবেন, সে সকল স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

দ্বিতীয় দ্রুম

হাটের অন্যান্য পদসমূহ

শ্রীশ্রীনামহট্ট অর্থাৎ নামের হাট

প্রথম দ্রুমে শ্রীনামের হাটে যে-সকল কর্ম্মচারীর নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা সম্প্রতি অপ্রকট-লীলার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন ভাগ্যবান কৃপাবলে ভক্তিভাবিত চক্ষে সেই লীলা ও তদন্তর্গত হাট এখনও দেখিতে পান, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে-

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।।

সম্প্রতি সেই হাট নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবে, এইরূপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের আদর্শ।

১। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি-স্বরূপ দশ জন পঞ্চায়ৎ এখন প্রধান কর্ম্মচারী। ইঁহারা একত্রিত হইয়া যে সকল আজ্ঞা প্রচার করিবেন, তাহাই প্রভুর আজ্ঞারূপে গৃহীত হইবে।

২। ঝাড়ুদার ঃ ইনি হাট পরিষ্কার করিবেন। অন্যান্য কর্ম্ম-চারীদিগের বৈঠক ও বিচারের ও কার্য্যের সাহায্য করিবেন।

৩। সহরধ্দার ঃ ইনি হাটের সমস্ত কথা পরস্পর জানাইবেন।

৪। দস্তিদার ঃ ইঁহারা ভাণ্ডার হইতে মাল বাহির করিয়া মাপিয়া দিবেন।

৫। চাবিদার ঃ ইঁহার হাতে ভাণ্ডারের চাবি থাকে। বিক্রয়ের জন্য চাবি খুলিবেন। দিনান্তে উঠিয়া চাবি বন্ধ করিবেন।

৬। মুটে ঃ পরিশ্রমের সহিত মাল বাহির করিবেন ও উঠাইয়া রাখেন। পাইকেড়ের শকটে বোঝাই করিয়া দেন। ইঁহারা অনেক।

৭। চৌকিদার ঃ নামের হাটে ইঁহারা পাহারা দেন ও চোর ধরেন।

৮। মোহরর ঃ মালের জমা খরচ লিখেন।

৯। দারোগা ঃ সমস্ত তদারক করেন।

১০। পেয়াদা ঃ ধরপাকড়, উসুল-তহসিল করেন। ইঁহারা অনেক।

১১। ফরাস ঃ ইঁহারা আলোক দেন।

১২। ঘাটিয়াল ঃ ইঁহারা ঘাটে-ঘাটে নজর রাখেন।

১৩। দোকানদার ঃ মাল খুচরারূপে বিক্রয় করেন। প্রথম ক্রমে ইঁহাদিগকে বিপণীপতি বলা হইয়াছে। ইঁহাদের দোকান হাটে-বাজারে ও গ্রামে-গ্রামে আছে।

১৪। পসারী ঃ ভ্রাজক-বিপণী। ইঁহারা অসংখ্য। সর্ব্বত্র-ব্যাপিয়া কার্য্য করেন।

১৫। পাইকেড় ঃ শকট করিয়া স্থানে স্থানে মাল বেচিয়া বেড়ান। কিন্তু পসারীদের ন্যায় খুচরা বিক্রয় করেন না।

১৬। পাটনী ঃ ইঁহারা নামের হাটে আসিবার জন্য পার করিয়া দেন।

১৭। প্রামাণিক ঃ ইঁহারা ঘাটের কাছে বসিয়া থাকেন। হাটে আসিবার লোকদিগকে ক্ষৌর করিয়া দেন।

১৮। ধোপা ঃ ঘাটে হাটুরিয়াদিগের বস্ত্র ধৌত করেন।

১৯। দালাল ঃ যোজক।

২০। দরজী ঃ ইঁহারা হাটুরেদের বস্ত্র সিলাই করিয়া দেন। পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার পদ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ণয়। যোগ্যতার নাম অধিকার। অযোগ্যতার নাম অনধিকার। অধিকারী লোকই এই সকল পদ পাইবেন।

অধিকার ঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ হউন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ হউন, শুদ্ধভক্তি থাকিলে মনুষ্য নামের হাটের কর্ম্মচারী পদ পাইবার অধিকারী হন।

অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মের আবরণ হইতে মুক্ত, আনুকূল্য ভাবের সহিত কৃষ্ণানুশীলনের নাম শুদ্ধভক্তি। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির যতদূর অধিকার, তিনি ততদূর অনধিকার লক্ষণ হইতে স্বভাবত মুক্ত।

অনধিকার ঃ-

১। তিনি জড়বিষয়ে লোলুপ, অলস, স্বার্থপর, অধর্মরত, উৎসাহহীন, নাস্তিক, মুক্তিকামুক, পরলোকের সুখের জন্য ব্যস্ত, শুষ্ক যুক্তিবাদী, নিতান্ত তর্কপ্রিয়, প্রতিষ্ঠাপরায়ণ, শোক-মোহ ক্রোধ-লোভ মাদকাদির বশবর্ত্তী, বঞ্চক, মিথ্যাভাষী, ধর্ম্মধ্বজী, পক্ষপাতাদি কুসংস্কারাপন্ন ও মতবাদী, তিনি নামের হাটের কর্ম্মচারী পদের অধিকারী নন।

(মনুষ্যের বর্ত্তমান চরিত্রই এস্থলে দ্রষ্টব্য পূর্বচরিত্র দ্রষ্টব্য নয়। যিনি যতদূর অধিকার পাইয়াছেন)।

২। গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থের পক্ষে বেশ্যাগমন, পরস্ত্রী গমন বা অনিয়মিতরূপে স্বস্ত্রীসঙ্গ এবং ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীমাত্র সম্ভাষণ নিষেধ।

এবম্বিধ দোষযুক্ত পুরুষের নামের হাটের কর্ম্মচারীর পদে অনধিকার। (বিরক্ত বৈষ্ণব-ভেকধারীগণ সন্ন্যাসীর মধ্যে পরিগনিত। সংযোগিগণ যদি শুদ্ধ ভক্ত হন, তবেই বৈষ্ণব বলিয়া গণনীয় ও গৃহস্থ- মধ্যে পরিগণিত)।

৩। আপনাকে নামদাতা অভিমান করিয়া যিনি নাম গ্রহীতাদিগের নিকট হইতে কোন প্রকার পার্থিব লাভ প্রার্থনা করেন, তিনি অনধিকারী।

নামদাতাগণ নামদানাভিমানশূন্য হইয়া নিজ-নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যথা উপার্জ্জন বা গ্রহণ করিবেন তাহাতে অধিকার বাধা হয় না। মন্ত্রদাতা গুরু শিষ্যের উপকারার্থে তাহার স্বেচ্ছাদত্ত দক্ষিণা-মাত্র গ্রহণ করিলে অধিকার বাধা হয় না)।

৪। স্ত্রীলোক শুদ্ধভক্ত হইলে অন্য স্ত্রীলোককে নাম বিক্রয়ের পসারী হইতে পারেন। পুরুষদিগকে নাম দিতে পারেন না। তবে অধিক বয়ঃপ্রাপ্তা মান্যা স্ত্রী স্থলবিশেষে সতর্কতার সহিত পুরুষদিগের নিকট নাম বিক্রয় করিতে পারেন। নাম প্রচার-স্থলে বৃদ্ধা ও বালিকা স্ত্রী ব্যতীত সম্বন্ধরহিত অন্য স্ত্রীলোককে কোন পুরুষ-প্রচারক অবলোকন বা সম্ভাষণ করিবেন না।

আচার-ব্যবহার ঃ-

১। সাধ্যানুসারে লঘু ও সাত্ত্বিক ভোজন দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য। নিজ শরীর পোষণে অন্য জীবের ক্লেশ না হয়, ইহা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শরীর রক্ষার্থে সরলভাবে বৈদ্য-আদিষ্ট ঔষধ ও পথ্য গ্রহণে অধিকার বিরোধ হয় না।

২। প্রচারকগণ ধর্ম্মপথে জীবনোপায় সংগ্রহ করিবেন। কার্য্য-সমর্থ গৃহস্থের ভিক্ষাধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ভিক্ষা-দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবেন, অন্য উপায় অবলম্বন করিবেন না। কার্য্যান্তরে যেখানে যান, সেখানে নাম প্রচার করিতে অবকাশ অনুসন্ধান করিবেন।

৩। যিনি যে আশ্রমের লোক, তিনি সেই আশ্রমের পরিচ্ছদ স্বীকার করিবেন। দেশ-কাল-পাত্র বিচারে যে পরিচ্ছদে বিনা আড়ম্বরে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহাই ভাল। বাহন, দন্ড, ছত্র ও উপানৎ সম্বন্ধে যতদূর সহ্য হয়, ততৎ ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন।

৪। যতদূর সহজে ও স্বাস্থ্যরক্ষার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, শৌচাচার মনঃপূতরূপে করিলে অধিকার বাধা হইবে না। কিন্তু সতর্কতার বিষয় এই যে, শৌচাচার ক্রমশঃ কুটীনাটী হইয়া না পড়ে। কুটীনাটী শুদ্ধভক্তির বাধক।

৫। বৈষ্ণব-বেশভূষা ধারণে বৈষ্ণবদিগের স্বাভাবিক প্রীতি। দ্বিকন্ঠী বা ত্রিকন্ঠী তুলসীমালা ও সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ দ্বাদশ তিলকই বৈষ্ণবদিগের প্রিয় ভূষণ।

৬। কর্ম্মচারীগণ সাধ্যমত সর্ব্বদা অনুরাগ সহিত নামপরায়ণ হইবেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাস পঞ্চতত্ত্বের নিতান্ত অনুগত দাস বলিয়া আপনাদিগকে জানিবেন। দৈন্য, দয়া, সহিষ্ণুতা, নিরভিমান ও সর্ব্বজীবে সম্মানরূপ ব্যবহারগত ধর্ম্মদ্বারা যতদূর পারেন, ভূষিত হইবেন। সুবক্তৃতা, খোল-করতালের সহিত নামগান, ভাবাবেশে নৃত্য ইত্যাদি দ্বারা প্রচার করিবেন। গীতনৃত্যাদিতে যতদূর ভক্তির আবেশের আবশ্যকতা, ততদূর সুর-তালের ন্যায়। সুর-তাল সুবর্ণে সোহাগার ন্যায় বাঞ্ছনীয়। স্বভাবতঃ যাঁহার যতদূর ভাব উদয় হয়, ততদূর ভাল। ধর্ম্মধ্বজীদের ন্যায় কৃত্রিম-ভাব প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

৭। কর্ম্মচারীগণ শুদ্ধভক্তির সহিত নাম প্রচার করিবেন। জ্ঞানকর্ম্মযোগ, শুষ্ক বৈরাগ্য ইত্যাদি অন্য মত প্রচার করিবেন না। সকলের নিকট কৃপা প্রার্থনা-পূর্ব্বক দৈন্য প্রকাশ করিবেন। এই সকল কর্ম্মচারী ব্যতীত হাট ও বাজারে শুভানুধ্যায়ী ভাট, ফকির,বাউল প্রভৃতি অনেক লোক থাকেন। ইহাদিগের নিজ নিজ কর্ম্মের যোগ্যতাই ইহাদিগের অধিকার। ইহারা গোলযোগের সহিত হাটের পুষ্টি করেন এবং ক্রমশঃ সাধুসঙ্গে উন্নত হন। যতদিন তাঁহারা শুদ্ধভক্ত না হন, তাঁহাদের কার্য্যের জন্য মহাজন দায়িক নন।

এখন বিনীতভাবে নিবেদন এই যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীদিগের পদের প্রার্থনা করেন, তাঁহারা এই ক্রমে লিখিত অধিকার অনধিকার ভাল করিয়া বিচার করত আপনাদিগকে যোগ্য বোধ করিলে সহকারী অর্থাৎ প্রচারক মহাশয়কে পত্রদ্বারা নিম্নলিখিত ঠিকানা মত ইচ্ছা জানাইবেন।

শ্রীশ্রী নামহট্টের পরিমার্জ্জক বা ঝাড়ুদার
সুদীন, অকিঞ্চন
দাস শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
সুরভি কুঞ্জ, গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীনবদ্বীপধাম।
ডাকের ঠিকানা-শ্রীশ্রীসুরভি কুঞ্জ
পোষ্ট অফিস স্বরূপগঞ্জ, জেলা নদীয়া।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

তৃতীয় দ্রুম

হাটের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি নির্দ্দেশ

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারী মহোদয়গণের প্রতি নিবেদন এই যে, যখন তাঁহাদিগের নিকটস্থ প্রদেশে শুদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে যে কোন জ্ঞাতব্য ঘটনা হয়, তাহা সত্বর গোদ্রুম কল্পাটবীতে প্রকাশের নিমিত্ত লিখায়া পাঠাইবেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব মহোৎসব, নামোৎসব, শুদ্ধবৈষ্ণবের তিরোভাব, কোন অসাধারণ (পুরাতন বা নবীন) বৈষ্ণব ক্রিয়া ইত্যাদিই জ্ঞাতব্য ঘটনার উদাহরণ।

নামহট্টের ঝাড়ুদার কেন গোদ্রুম কল্পাটবীতে স্বাক্ষর করেন ?

ঝাড়ুদার প্রত্যহ প্রত্যুষে নামহট্ট পরিমার্জ্জন করিতে করিতে কোনদিন কোন লিখিত পত্র কুড়াইয়া পান। তাহাতে যাহা লেখা থাকে তাহাই তিনি সহরধদার মহাশয়কে প্রকাশ করিতে দেন। ঝাড়ুদারের নাম লিখাইয়া লইয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐ সকল প্রবন্ধ কোথা হইতে আইসে, তাহা মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই জানেন।

বিষয় ব্যাখ্যা ঃ দ্বিতীয় গুটীর ১১শ পৃষ্ঠায় ১৯শ সংখ্যায় যে দালালদিগের উল্লেখ আছে, তাঁহারা আমাদের হাট সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব। কিন্তু তদ্ব্যতীত হাটের শুভানুধ্যায়ী আর কতকগুলি দালাল আছেন, তাঁহারা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া নির্দিষ্ট হন নাই। তথাপি তাঁহাদের সদ্বাসনাক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা হাটের পুষ্টি করিতেছেন। ইঁহাদের নামও পৃথকরূপে প্রকাশ করা যাইবে। নামের প্রভাবক্রমে তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে দ্বিতীয় ক্রমোক্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবেন।

সতর্কতা ঃ দ্বিতীয় ক্রমের লিখিত বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীগণ পরস্পর ভ্রাতৃবোধ করিবেন। কেহ কাহাকেও আপন অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ মনে করিবেন না।

যেমত তুলসী পত্রের ছোট বড় আকার দ্বারা উচ্চতা নীচতা নাই, তদ্রূপ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের ধন, বল, বিদ্যা, জাতি, রূপ ও বয়স দ্বারা উচ্চতা নীচতা হয় না। উচ্চবর্ণ, ধন, কুল, বৈষ্ণব-বংশ ইত্যাদি কারণ বশতঃ যে উচ্চতা, নীচতা, তাহা সামাজিক মাত্র, পারমার্থিক নয়। শুদ্ধ ভক্তির উদয়-তারতম্যই ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠতা-কনিষ্ঠতা-সূচক লক্ষণ। বৈষ্ণবত্বের প্রাচীনতা, প্রভুবংশীয় বৈষ্ণব মর্য্যাদা, বৈষ্ণবাচারের অনুষ্ঠান, শুদ্ধবৈষ্ণব-অভ্যাগত সম্মান, অতিথি-সৎকার ও অধিকারক্রমে সংসার বর্জ্জনাদির দ্বারা বৈষ্ণব সাজে যে এক প্রকার তারতম্য আছে, সে-সকল শুদ্ধবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ ভালবাসেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন লক্ষণগত পরস্পরের প্রতি তারতম্যবিচার শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সতর্কতার সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীনামহট্টের সমস্ত বিধি-বিধান ও ঘটনা এবং এই হাট সম্বন্ধে যে সকল বার্ত্তা সাধারণের জানা কর্ত্তব্য, তাহা এই ' গোদ্রুম কল্পাটবী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। গোদ্রুম-কল্পাটবী পত্রিকা প্রকাশ হইবার সময়ের নিয়ম নাই। কখনও এক মাস, কখনও দুই মাস অন্তর এবং কখনও মাসে দুই খানাও বাহির হইতে পারে। এই পত্রিকার কোন মূল্য নাই। ব্রাজক-বিপণী, বিপণীপতি ও হাটের অন্যান্য প্রকার কর্ম্মচারীদিগকে ইহার একখানি করিয়া বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে। যাঁহারা এই পত্রিকা পাইতেছেন, তাঁহারা যত্ন করিয়া প্রথম দ্রুম হইতে গাঁথিয়া রাখিলে শেষে অনেক প্রকার উপকার লাভ করিবেন।

এই পত্রিকা হইতে পৃথক 'শ্রীবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমালা' বলিয়া আর একখানি পত্রিকা শ্রীনামহট্ট হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। শ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালার পত্রিকাগুলির নাম-গুটী। ক্রমশঃ একশত আটটী গুটিতে মালা সম্পূর্ণ হইবে। গুটীগুলি সময়ে সময়ে ছাপা হইয়া ব্রাজক-বিপণী ও বিপণীপতিদিগের এবং হাটের অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের হস্তে যাইবে। উহারা বিনামূল্যে ঐ সকল গুটী প্রাপ্ত হইবেন। গুটীগুলিতে সমস্ত বৈষ্ণব-তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও শুদ্ধনাম সমস্ত

প্রকাশিত হইবে। ব্রাজক-বিপণী ও বিপণীপতি প্রভৃতি কর্মচারীগণ ঐ সকল নাম গান করিবেন ও করাইবেন। গুটিগুলিতে যে সকল নাম-তত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শিক্ষা থাকিবে, তাহা গ্রামে গ্রামে সেই আকারে বা একটু আকার পরিবর্তন করিয়া প্রচার করিবেন। গুটীগুলি প্রথম হইতে কর্মচারীগণের যত্ন করিয়া গাঁথিয়া রাখিবেন। প্রথম গুটী অতি পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল। তাহাও আর একবার পরে মুদ্রিত হইয়া কর্মচারীগণের হস্তে যাইবে। তাঁহারা প্রথম গুটী হইতে বাঁধাই করিয়া রাখিবেন। গুটীগুলি প্রায় এক যদি অন্য কেহ গুটি লইতে চান, তিনি একটাকা মূল্যে প্রত্যেক গুটি পাইতে পারিবেন। কর্মচারীগণ নামের হাটের সহরৎকারী মহাশয়কে পত্র লিখিলেই যে কয়খানা গুটি চান, পাইবেন।

যাঁহার যে কিছু গোদ্রুম কল্পাটবী প্রকাশ করিবার জন্য লিখিতে হইবে বা নামের হাটের কর্মচারীদিগকে জানাইতে হইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া নিম্নলিখিত নামের ঠিকানায় পাঠাইবেন-

শ্রীযুক্ত রামসেবক চট্টোপাধ্যায়, ভক্তিভৃঙ্গ
শ্রীনামহট্টের সহরৎকারী
সুরভিকুঞ্জ, স্বরূপগঞ্জ পোষ্ট অফিস,
জেলা নদীয়া।

নিবেদন

যে মহাত্মাগণ আমাদের নামের হাটের ব্রাজক বিপণী ও বিপণীপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতাঞ্জলি নিবেদন এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিকটস্থ অথবা জানিত যে-সকল উদ্যোগী শুদ্ধবৈষ্ণব আছেন তাহাদের সম্মতি লইয়া তাঁহাদের নাম গ্রাম,ডাকের ঠিকানা ও জেলা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান। তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ব্রাজক-বিপণী বলিয়া গণ্য করতঃ তাঁহাদের নামে শ্রীনামহট্টের পুস্তকসমূহ প্রেরণ করিব।

প্রপন্নাশ্রম ও শ্রদ্ধা-কুটীর ঃ বিপণীপতি যে গ্রামে থাকেন, সেই গ্রামে বা নগরে তিনি নামের বিপণী-স্বরূপ এক কুটীর বা আলয় স্থির করিবেন। সেই কুটির বা আলয়কে প্রপন্নাশ্রম বলিয়া নামকরণ করিবেন। প্রপন্নাশ্রমে নিকটস্থ ও দূরস্থ শুদ্ধনামপরায়ণ ভক্তগণ উপস্থিত হইয়া নামানন্দ আস্বাদন ও প্রচার করিবেন। বিপণীপতি মহোদয় শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে পরমার্থ-ভ্রাতা জানিয়া আদর করিবেন। কিন্তু আশ্রমাগত সাধুজন এরূপ মনে করিবেন না যে, বিপণীপতি তাঁহাদিগকে ভোজনাস্বাদন দিতে বাধ্য আছেন এক সাধু অন্য সাধুকে নিজের অভাবের জন্য ব্যতিব্যস্ত করেন না, তবে যাহার যে শক্তি, তিনি পরমার্থ-ভ্রাতাকে সেই অনুসারে আতিথ্য করিলেও করিতে পারেন। পক্ষান্তরে কোন সাধু স্বয়ং খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া কোন প্রপন্নাশ্রমে রাত্রিবাস করিলে বিপণীপতি-মহোদয় তাহাতে আপনাকে হীন বোধ করিবেন না। যদি ভ্রাতৃসেবায় নিজ দ্রব্যাদি দেন, তাহাতেও দাতা বলিয়া অভিমান করিবেন না। শুদ্ধনামের জয়পতাকা যাহাতে উড়িতে পারে, এই চেষ্টা সকলের কার্য্য। তাহাতে কোন প্রকার আপন-পর বোধ মানাপমান রাখার প্রয়োজন নাই। আপনাপন অভাব নিবৃত্তি, আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাতে সাধারণ বিধি। প্রত্যেক প্রপন্নাশ্রম স্ব স্ব গ্রাম বা পল্লীর নামের সহিত সংযোজিত থাকিবে, যথা-আমলাযোড়া, বাগ্‌বাজার ও দিনাজপুর প্রপন্নাশ্রম ইত্যাদি।

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ যেখানে থাকেন, সেই স্থানের নাম শ্রদ্ধাকুটীরঃ যথা-ফুলকুসুম শ্রদ্ধা-কুটীর, নাখুরিয়া শ্রদ্ধা-কুটীর ইত্যাদি। তাঁহার পৃথক

কুটীর বা গৃহনির্ম্মাণের প্রয়োজন নাই। যখন যে হাট সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী সেই গ্রামে যাইবেন, প্রথমেই শ্রদ্ধা-কুটীরের দ্বারে গিয়া ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ ব্যয়ে নিজ অভাব নির্ব্বাহ করিবেন। ব্রাজক বিপণী মহাশয়ের ভ্রাতৃস্নেহই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইবে। তবে যদি কোন ব্রাজক-বিপণী ভ্রাতা কর্ম্মচারীকে আতিথ্যে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার চিত্তে যাহাতে সুখ জন্মায়, তাহা করিলে বড় আনন্দের বিষয় হয়।

বার্ত্তা

আমাদের হাটের কর্ম্মচারীগণ অনেক বিষয়ের পরস্পর পত্রাদি লিখিতে ইচ্ছা করিতে পারেন, এইজন্যে এই পত্রিকায় ক্রমশঃ সমস্ত কর্ম্মচারী মহোদয়গণের ও ডাকের ঠিকানা প্রকাশিত হইবে। অদ্য কতকগুলি কর্ম্মচারী মহাশয়দের নাম প্রকাশিত হইল। যথা-

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ ঃ ১। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সোম, ফুলকুসুম, রুইপুর, বাঁকুড়া। ২। শ্রীযুক্ত কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, রাইপুর বাজার, রাইপুর বাঁকুড়া। ৩। শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মহাপাত্র, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ৪। শ্রীযুক্ত রামানন্দ দাস বাবজী, দামোদরবাটী, তেলবেড়িয়া, বাঁকুড়া। ৫। শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস, রাধামোহনপুর,সোনামুখী, বাঁকুড়া। ৬। শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত, রাগভূষণ, নাথুরিয়া, পালীগ্রাল, বর্দ্ধমান। ৭। শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা। ৮ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সুকের স্ট্রীট, কলিকাতা। ৯। শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ পাত্র, শ্যামপুর, রাইপুর, বাঁকুড়া। ১০। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ গোস্বামী, হাসিমপুর, কাশিয়াড়ি, মেদিনীপুর। ১১। শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায়, অমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১২। শ্রীযুক্ত গদাধর মজুমদার, অমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৩। শ্রীযুক্ত উদয়চন্দ্র দাস, পানাগড়, বর্দ্ধমান। ১৪। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সরকার, পানাগড়, বর্দ্ধমান। ১৫। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র দাস, বাশকোপা, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৬। শ্রীযুক্ত হরিদাস, বাবলাবেড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান।

১৭। শ্রীযুক্ত রামকল্প সাহা, মানিককাড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৮। শ্রীযুক্ত বাউলচন্দ্র ধাড়া, মবারকগঞ্জ, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ১৯। শ্রীযুক্ত বক্রনাথ ঘট, তাজপুর, পলাশডাঙ্গা, বাঁকুড়া। ২০। শ্রীযুক্ত সতীনাথ দাস মহাপাত্র, সাউরি গ্রাম,সাবড়া, মেদিনীপুর। ২১। শ্রীযুক্ত বরপ্রসাদ বাগচি, রংপুর। ২২। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সরকার, নওয়াবাদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। ২৩। শ্রীযুক্ত স্বরূপমোহন গোস্বামী, কাশিয়াড়ী, মেদিনীপুর। ২৪। শ্রীযুক্ত বনমালী দাস বাবাজী, আরঙ্গবাদ, কাশিয়াড়ী, মেদিনীপুর। ২৫। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস, মালদহ। ২৬। শ্রীযুক্ত মতিলাল বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া। ২৭। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস, দিনাজপুর। ২৮। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বিশ্বাস, হাঁসখালি, নদীয়া।

বিপণীপতি মহোদয়গণ ঃ ১। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন, আমলাযোড়া, গোপালপুর, বর্দ্ধমান। ২। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শিরোমণি, দিনাজপুর। ৩। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী, শেরপুর, ময়মনসিংহ।

জ্ঞাতব্য

হাটের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ যখন কার্য্যান্তরে অন্য গ্রামে যাইবেন, তখন তথায় একটি সাধারণ স্থান নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক নামের হাটের উদ্দেশ্য সূচক বক্তৃতা করিবেন এবং শুদ্ধভক্তি-সূচক নামগান ও ভাবগান করিয়া শ্রোতাগণকে শুদ্ধভক্তি পথে আনিবার চেষ্টা করিবেন। গানগুলি যে কেবল কীর্ত্তন সুরে হইবে এমত নহে, কিন্তু যে স্থানে যেমন রুচি দেখেন, সে-স্থানে তদরূপ সুরের (বৈঠকী, কালোয়াতি, বাউল প্রভৃতি) গান করিবেন ও করাইবেন। ইহাতে এইমাত্র দৃষ্টি রাখতে হইবে যে, পদগুলিতে শুদ্ধভক্তি বিরুদ্ধ কোন কথা না থাকে। আমরা ক্রমশঃ সকল প্রকার সুরের গান তাঁহাদের সাহায্যার্থে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালায় প্রকাশ করিব।

সুদীন অকিঞ্চন,
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

চতুর্থ দ্রুম

শ্রীশ্রীনামহট্ট

শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ শ্রীচরণে কৃতাঞ্জলি নিবেদন ঃ

১। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আজ্ঞা-মতো এই নামহট্ট পুনরায় প্রকটিত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের সাধু বৈষ্ণবগণ এই হাটের কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। হাটের কার্য্য উৎসাহ-সহকারে করা আবশ্যক। কতিপয় কর্ম্মচারী মহোদয় স্থানে স্থানে শুদ্ধ নামপ্রচার-কার্য্যের বিবরণ পাঠাইতেছেন। কিন্তু অনেকেই তাঁদের কার্য্য বিবরণ পাঠান নাই। আমরা যথাসাধ্য ব্যয় ও পরিশ্রমে কল্পাটবী ও সিদ্ধান্ত-মালা মুদ্রিত করিয়া পাঠাইতেছি। আশা করি, প্রত্যেক কর্ম্মচারী মহোদয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া তিন মাস অন্তর আমাদের নিকট পাঠাইবেন। কল্পাটবীতে ও সময়ে সময়ে "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়" তাঁহাদের বিবরণ-সকলের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইবে। চতুর্থ মাসের মধ্যে যাহাদের বিবরণ পাওয়া যাইবেনা আমরা মনে করিব যে, তাঁহারা আমাদের প্রতি দয়া করিলেন না এবং তাঁহারা শ্রীশ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে কিছুই করিবেন না।

২। শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য সুচারুরূপে হইতে গেলে কতকগুলি বক্তৃতা ও গান শক্তিবিশিষ্ট ব্রাজক-বিপণী সংগ্রহ হওয়া আবশ্যক। শুদ্ধভক্তদিগের মধ্যে এরূপ লোক পাওয়া যায় না। অতএব আমরা প্রস্তাব করি যে হাটের কর্ম্মচারী মহোদয়গণ কতকগুলি অল্পবয়স্ক কৃতবিদ্যা ব্যক্তিদিগকে শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে জনসমাজে বক্তৃতা ও গান করিবার উৎসাহ দিবেন। এইরূপ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই সুবক্তা ও সুগায়ক ব্রাজক-বিপণীপতি পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে সকলেই বিশেষ যত্ন করিবেন। অল্পবয়স্ক, বিনয়ী

উৎসাহী, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ কতকগুলি ব্যক্তিকে নির্জ্জনস্থানে বক্তৃতা ও গান শিক্ষা দিয়ে ক্রমশঃ গ্রামের মধ্যে চত্বরে, বাজারে ও অন্যান্য সাধারণ স্থানে তাঁদের দ্বারা বক্তৃতা করাইবেন। এই সমস্ত চেষ্টা দ্বারা যে ফলোৎপন্ন হয়, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য লিখিবেন।

৩। বিলাত হইতে যে সকল খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারক অর্থাৎ মিশনারী এ প্রদেশে আসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা সেই কার্য্যের জন্য বেতন গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্রিয়া নিঃস্বার্থ নয়, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যধারা জগতের কোন মঙ্গল সাধন হয় না। আমাদের শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নামের হাট সেইরূপ নয়। আমাদের নাম-প্রচারকগণ নিঃস্বার্থে প্রভুর নিশান ধরিয়া গ্রামে গ্রামে শ্রীমদ্‌গোদ্রুমচন্দ্রের আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন। এই প্রকার ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই কেবল ভারত-ভূমিতে নয়, কিন্তু সমস্ত ভূমণ্ডলে শ্রীচৈতন্যদেবের খোল বাজিয়া উঠিবে এবং শুদ্ধ হরিভক্তি কি ব্রাহ্মণ, কি ম্লেচ্ছ সকলেই লাভ করিবে।

প্রচার কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৩ই পৌষ শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রাব্দ ৪০৫, শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য আরম্ভ হয়। কলিকাতা কুমারটুলীর শ্রীশ্রীগৌর-গোপীনাথ-কুঞ্জে, বিডন স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত রায় কানাইলাল দে বাহাদুরের বাটীতে ও রামবাগান ভক্তিভবনে কয়েকজন হাটের কর্ম্মচারী একত্রিত হইয়া নামোৎসব করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলার আমলাযোড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন বিপণীপতি মহাশয় একটি প্রপন্নাশ্রম স্থাপন করতঃ নিকটস্থ গ্রাম-সমূহে শুদ্ধ নাম প্রচার করিতেছেন।

হুগলী বদনগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি বিপণীপতি মহাশয় স্বগ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক তথা হইতে গ্রামে গ্রামে নামোৎসব করাইতেছেন।

ময়মনসিংহ শেরপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী বিপণী-পতি মহাশয় প্রপন্নাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক নিকটস্থ গ্রামসমূহে শুদ্ধ নামতত্ত্ব প্রচার ও শুদ্ধ নামোৎসব করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত ব্রাজক-বিপণী কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের প্রযত্নে শ্রীরামপুর নগরে শ্রীযুক্ত কালিদাস সাহা মহাশয়ের বাটীতে বিগত ২৩শে চৈত্র রবিবার হরিবাসর দিবসে শ্রীনামোৎসব ও শুদ্ধনামবিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের যত্নে শ্রীনবদ্বীপ ধামে বৈশাখ মাসে (৪০৬) নামোৎসব ও বক্তৃতা হইয়াছিল।

সম্বলপুর নগরে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস ব্রাজক-বিপণী মহাশয়ের প্রযত্নে শেষ চৈত্র হইতে নামোৎসব হইতেছে।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রযত্নে বাঁকুড়া, সোনামুখীর অন্তর্গত রাধামোহনপুর গ্রামে বিশেষ যত্ন সহকারে শ্রীনামোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার গোপালপুর গ্রামে ব্রাজক-বিপনী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুদ্ধনাম গান ও শুদ্ধ নাম-তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। বাঁকুড়া রাইপুর গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত কালিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্রস্থ হরিভক্তি প্রদায়িনী সভাগৃহে ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে প্রতিদিন নাম প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীহট্ট কানাই বাজারে মৈনা নিবাসী ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয় ঐ প্রদেশে শুদ্ধনাম প্রচারের বিশেষ যত্ন প্রকাশ করতেছেন।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলার জীবনপুর গ্রামের নিকটস্থ অনেকানেক গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিশান উড়াইয়া শুদ্ধনাম প্রচারের বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিতেছেন।

ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরে শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

বিপণীতি শ্রীযুক্ত মহান্ত গোরাচাঁদ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে নামকীর্ত্তন দ্বারা জীবের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

শ্রীগোদ্রুমবাসী নামহট্টের সেবকগণ উক্ত মহোদয়দিগের কার্য্য আলোচনা করিয়া আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করিতেছেন। এখন নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নামের হাট পুনরায় জাগিয়া উঠিল। সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

সন্দেহ নিরসন

গোদ্রুম কল্পাটবীর দ্বিতীয় দ্রুমের লিখিত মত প্রামাণিক, ধোপা ও দরজী ইঁহারা কি কার্য্য করেন, এসম্বন্ধে, কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রামাণিক, ধোপা ও দরজীর পদ অতিশয় উচ্চ। বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত ঐ তিনটি পদ কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। কুমতলবরূপ অভদ্র লক্ষণ শ্মশ্রুকেশ দূর করিয়া বিপন্থীদিগকে যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণবতায় আনতে পারেন, তাঁহারাই হাটের ক্ষৌরকারী প্রামাণিক। বিপথগমন দ্বারা দূষিত চরিত্র স্বরূপ মলযুক্ত পরিচ্ছদ ধৌত করাইয়া যাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্তি পরিচ্ছদ দিতে সক্ষম, তাঁহারাই হাটের ধোপা। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-যাগ প্রভৃতি আর্য্যক্রিয়ারূপ অমিলিত বস্ত্র-সকলকে যাঁহারা শুদ্ধভক্তি-তত্ত্ব-সূচীকাদ্বারা গ্রন্থন করতঃ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধ ব্যবহার উৎপন্ন করিতে পারেন, তাঁহারাই হাটের দরজী।

সদ্বিচার

অনেকে 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ', 'শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন', 'শ্রীশ্রীমহাপ্রভু'-এইরূপ লিখিয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদানুগত পণ্ডিতসকল সেই সেই রূপ লিখিলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না, কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের পক্ষে সেই সেই রূপে লেখা যুক্তি ও সদাচার-বিরুদ্ধ। "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ", "শ্রীশ্রীনামসংকীর্ত্তন" -এইরূপ লিখিলেই যথেষ্ট। যেহেতু হরিনাম বা হরিবিষয়ক কথার পূর্ব্বে '' সংকেত লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যদি '' শব্দ লিখিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে '' ঈশ্বর' শব্দ লেখা যায়, তাহা কেবল হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। ঐরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা মৃত ব্যাক্তিদের নামের পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদ সম্মত মৃত-শব্দের পরিবর্ত্তে মাত্র। ঐ চিহ্নে বৈষ্ণবদিগের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

পণ্য-বীথিকা-পতি ঃ যে-সকল মহান্ত-সন্তান ও প্রভু-সন্তানগণ আপনাপন পণ্য-বীথিকায় বসিয়া নিঃস্বার্থ-ভাবে শুদ্ধনাম প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই নামের হাটে পণ্য বীথিকা পতি।

পঞ্চায়েৎ ঃ হাটের যখন যে কোন কর্মচারী গোদ্রুমক্ষেত্রে ১০ জনের অধিক একত্রিত হইয়া হাটের মঙ্গল সাধন সম্বন্ধে যে সকল বিষয় সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহারাই তখন শ্রীশ্রীনামহট্টের পঞ্চায়েৎ অর্থাৎ হাটের মূল মহাজনের প্রতিনিধি।

পূর্ব্ব প্রকাশিত তালিকার পর বিপণীপতি মহোদয়গণ ঃ

৪। শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, বহরমপুর, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৫। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি, বদনগঞ্জ, হুগলী। ৬। শ্রীযুক্ত মহান্ত গোরাচাঁদ দাস বাবাজী, শ্রীধাম নবদ্বীপ, নদীয়া।

দালালগণ ঃ- ১। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত, হাঁসখালি, নদীয়া। ২। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র মৌলিক, দেওঘর, বৈদ্যনাথ। ৩। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাত বসু, জাগুলী, নদীয়া। ৪। শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, আমঘাটা, স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

ব্রাজক-বিপণী মহোদয়গণ ঃ- ২৯। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সাহা, করিমপুর নদীয়া। ৩০। শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী, বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ৩১। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দত্ত, জাহানাবাদ,হুগলী। ৩৩। শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার, হেডমাষ্টার রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৩৪। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার, গোপালপুর,বর্দ্ধমান। ৩৫। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৪৬নং মিডিস রোড, ইর্টলী, নাপিত বাজার কলিকাতা। ৩৬। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস সুনারী আটারিয়া, সম্বলপুর। ৩৭। শ্রীযুক্ত রামলাল দাস, আমডহরা, বোলপুর, বীরভূম। ৩৮। শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ,নবতীর্থ, নবদ্বীপ, নদীয়া। ৩৯। শ্রীযুক্ত ঘনেশ্বর সিংহ, দুদপাতুলী, খরিলপাড়া, শিলচর, কাছাড়। ৪০। শ্রীযুক্ত লোকনাথ হোড়, ৬৬নং শাখারীটোলা লেন, কলিকাতা। ৪১। শ্রীযুক্ত গুরুদাস

ঘোষ, ৮নং বৃন্দাবন ঘোষের লেন, কলিকাতা। ৪২। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, ছুটী, গোবরাহাট, কটক। ৪৩। শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট। ৪৪। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দেবখন্ড, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৪৫। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দাস, কাটোয়া, বর্দ্ধমান। ৪৬। শ্রীযুক্ত হরলাল চক্রবর্ত্তী, গ্রাম নুঙ্কা, রুই পুর, বাঁকুড়া। ৪৭। শ্রীযুক্ত নটবর মুখোপাধ্যায় ৪র্থ শিক্ষক, বীরসিংহ,খারার মেদিনীপুর। ৪৮। শ্রীযুক্ত লক্ষনদাস বাবাজী, কতরবগা, লাপান্দা, সম্বলপুর। ৪৯। শ্রীযুক্ত রামচরণ দাস বৈরাগী, দয়ালবাজার, রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫০। শ্রীযুক্ত রামবল্লভ সর্ব্বাধিকারী, মেমারী, বর্দ্ধমান। ৫১। শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী, পাড়ুয়া রামজীবনপুর, মেদিনীপুর। ৫২। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসাক, ডেঃ পোঃ মাঃ জেঃ আঃ ঢাকা। ৫৩। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী, শ্রীরামপুর, হুগলি। ৫৪। শ্রীযুক্ত কিরীটিভূষণ ধলবাবু, অম্বিকা নগর, রাজবাটী, বাঁকুড়া।

সুদীন অকিঞ্চন
শ্রীকেদারনাথ ভক্তিবিনোদ
সুরভিকুঞ্জ, গোদ্রুমদ্বীপ
স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

পঞ্চম দ্রুম

শ্রীশ্রীনামহট্ট

পরিদর্শন বিবরণ

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীগোদ্রুমক্ষেত্র শ্রীসুরভিকুঞ্জে সম্প্রতি শ্রীশ্রীনামহট্টের মূল সংস্থাপিত আছে এবং ভারতভূমির সর্ব্বত্র ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে, স্থানে স্থানে হাটের কার্য্য কিরূপ হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য প্রায় মূল হাটস্থিত কর্ম্মচারীগণ সময়ে দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত হন। আজ পর্য্যন্ত ঐ পরিদর্শক কর্মচারীগণ যাহা যাহা দৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সমুদয় এই বিবরণে প্রকাশিত হইল।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ (চারিশত ছয়), ২১শে ভাদ্র রবিবারে নামহট্টের পরিমার্জ্জক, সহরৎকারী এবং আরও দুইটি কর্ম্মচারী একযোগে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর নগরে হাটের কার্য্য পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর নূতন মন্দিরে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের (অস্পষ্টাংশ) (২) গৌরপরায়ণ ব্রাহ্মন, বৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। ভক্তি ও বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা হইলে পর ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত কালীদাস সাহা মহাশয় কয়েকটি ভক্তকে লইয়া চতুর্থ গুটি ভক্তিসিদ্ধান্তমালা হইতে মধুর স্বরে শিক্ষাষ্টক পালাগান করিয়াছিলেন। তত্রস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর অকৃত্রিম গৌরভক্তি দর্শন করিয়া হাটের কর্ম্মচারীগণ বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬ (চারশত ছয়), ৫ই আশ্বিন সোমবার হাটের পরিমার্জ্জক সহরৎকারী ও পতাকাধারী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল নগরে সন্ধ্যার পর পৌঁছিলে তত্রস্থ ভক্ত মহোদয়গণ হরিসংকীর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগকে সজ্জিত হরিসভায় লইয়া গেলেন, সহস্রাধিক নামপরায়ণ সমাগত ব্যক্তিগণ

মহাসমারোহে হরিসংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। হাটের কর্ম্মচারীগণ সেই রাত্রেই রামজীবনপুরের ভক্তগোষ্ঠী সকলের সহিত পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে করিতে বিপণীপতি শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী পাইন মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীনামহট্টের কার্য্য পরিদর্শন করিলেন। সহস্রাদিক ভক্তগণ মহাসমারোহে হরিধ্বনি করিতেছিলেন। হাটের তত্রস্থ সেনাপতি শ্রীযুক্ত উমাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ, সহরৎকারী ভক্তিভৃঙ্গ ও ভক্ত সীতানাথ প্রভৃতি সমাগত হাটের কর্মচারী দিগের অভিনন্দন দ্বারা সমাদর করিলেন। পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শ্রীশ্রীনাম মাহাত্ম্য বিষয়িণী বক্তৃতা করিলেন। ঘাটাল চক্রের (অস্পষ্টাংশ) (৩) সুললিত বক্তৃতা ও নিজ-রচিত পদগান দ্বারা সমাগত ব্যক্তিদিগকে প্রেমে আপুরিত করিলেন। ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী ও শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয় সুমিষ্ট বক্তৃতাদ্বারা সভাকে পরিতৃপ্তি করিলেন। হরিধ্বনি ও বিশুদ্ধ নামসংকীর্ত্তনের সহিত এক প্রহর রাত্রে সভাভঙ্গ হইল।

৭ই আশ্বিন প্রাতেই মহা-সমারোহের সহিত নগরকীর্ত্তন বাহির হইল। সেই সময় রামজীবনপুর গ্রামের স্থানে স্থানে নিবাসী ভক্ত মহোদয়গণ নিজ নিজ বাটীর দ্বারে পত্র-মণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়া নগরের একটি অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন। এদিকে রাজপথ দিয়া সংকীর্ত্তন চলিতেছে, মণ্ডপ হইতে ভক্তগণ প্রেমানন্দে হরিধ্বনি করতঃ কীর্ত্তনকারীদিগকে মণ্ডপে বসাইতেছেন, ব্রাজক-বিপণীগণ ভক্তিবিনোদের সহিত নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, চতুর্দ্দিক হইতে গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকগণ উলুধ্বনি করিতেছে কোন স্থানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ভঙ্গ করিয়া বালকগণ হরিবোল বলিয়া দৌড়াইতেছে, ভক্তগণ পরস্পর আপ্যায়িত করিতেছেন, এইরূপ অপূর্ব্ব দৃশ্য সমস্ত লোকের মন হরণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত শ্রীবাসচন্দ্র আঢ্য মহাশয়ের বাটীতে শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর পাল, শ্রীযুক্ত রাধানাথ দাস, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য দাস, বিপণীপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল ও দ্বিজকুল-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় মহোদয়দিগের ভবনে সংকীর্ত্তন-সভার পৃথক পৃথক অধিবেশন হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীনগর গ্রামে শ্রীনগর নামহট্ট প্রতিষ্ঠিত হরিসভাতে ভক্তিবিনোদ মহাশয় ও যাবতীয় কর্ম্মচারী মহোদয়গণ বক্তৃতা

করিয়া প্রায় দুই সহস্র লোকের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কর্ম্মকার প্রভৃতি হাটের গায়কগণ মধুরস্বরে হরিনাম গান ও হাটের নর্ত্তক শ্রীযুক্ত সীতানাথ হড় মহাশয় প্রভৃতি কীর্ত্তনে নৃত্য করতঃ সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

৮ই আশ্বিন অপরাহ্নে হাটের সমস্ত কর্ম্মচারী বিপুল সমারোহে রামজীবনপুর গ্রামে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মোদক, শ্রীযুক্ত অনন্ত গায়েন, শ্রীযুক্ত রামচাঁদ দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস রাউত, শ্রীযুক্ত রামকল্প রাউত মহোদয়দিগের বাটীতে বহুসংখ্যক লোকের সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীশ্রীপার্ব্বতীনাথ মহাদেবের নাট্যশালায় প্রায় ২৫০০ লোকের এক মহাসভা হয়, তাহাতে সেনাপতি মহাশয় সমস্ত বেদ-পুরাণ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরিমার্জ্জক ভক্তিবিনোদ মহাশয় শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচারকালে মায়াবাদ মতের নিরর্থকতা দেখাইয়াছিলেন। পরে বিপণীপতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল মহাশয়ের প্রপন্নাশ্রমে রসিক-মণ্ডলীতে রস কীর্ত্তন হইয়াছিল।

৯ আশ্বিন অপরাহ্নে হাটের সমস্ত কর্ম্মচারী হাতীপুর দেবখণ্ডে উপস্থিত হন, তথায় জগজ্জননী ভদ্রকালীর নাট্যশালায় প্রায় তিন সহস্র লোক সমবেত ছিলেন। তত্রস্থ ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রযত্নে পত্রমণ্ডপ,তোরণ, গোপুরাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, গ্রামস্থ মহাজনগণ সংকীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মচারী দিগকে অগ্রসর হইয়া নদীতীর হইতে মণ্ডপে লইয়া গেলেন, গমন সময়ে নহবৎ বাদ্য ও গ্রামস্থ স্ত্রীলোকদিগের উলুধ্বনিতে গগন পরিপুরিত হইয়াছিল। যিনি সেই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আর তাহা ভুলিতে পারিবেন না। সে-সময়ে যেন প্রেমসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সকলে আত্ম-বিস্মরণ হইয়াছিলেন। ভক্তগণ মণ্ডপে বসিলে পর নিম্নলিখিত গীতটি বাউলস্বরে গাওয়া হইল।

গীত ঃ-

নিতাই নাম হাটে,ও কে যাবিরে ভাই আয় ছুটে।
এসে পাষণ্ড জগাই মাধাই দুজন সকল হাটের মাল নিলে লুটে।

হাটের অংশী মহাজন, শ্রীঅদ্বৈত, সনাতন,
ভাণ্ডারী শ্রী গদাধর পণ্ডিত বিচক্ষণ।
আছেন চৌকিদার আদি, হন্দেন শ্রীসঞ্জয় শ্রীশ্রীধর মুটে ॥
দালাল কেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি,
পরিচারক আছেন কৃষ্ণদাস প্রভৃতি,
হন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস পণ্ডিত, ঝাড়ুদার কেদার জুটে ॥
হাটের মূল্য নিরূপণ, নয় ভক্তি প্রকরণ,
প্রেম হেন মুদ্রা সর্ব্বসার সংযমন নাই কমি বেশী সমান।
ও ভাল রে, সব এক মনে বোঝায় উঠে ॥
এই প্রেমের উদ্দেশ, এক সাধু উপদেশ,
সুধাময় হরিনামরূপ সুসন্দেশ, এতে বড় নাই রে ষেষাষেষ,
খায় একপাতে কাণাকুঠে ॥

পরে "মহামায়ার বৈষ্ণব-বাৎসল্য" বিষয়ে হাটের পরিমার্জ্জকের বক্তৃতা ও তদন্তে ব্রাজক-বিপণী মহাশয়গণের সুবক্তৃতা হইয়াছিল এবং হাটের গায়ক মহাশয়দিগের সুললিত তানে হরিগুণগানে সভাস্থ সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটি সুদীর্ঘ পদ্যময়ী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। ঐ সভায় অনেকগুলি বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের আনুগত্য স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীনামহট্টের সম্বন্ধে অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন।

১০ই আশ্বিন অপরাহ্নে শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারীগণ প্রথমে আমদান গ্রামে ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত প্রচারালয়ে প্রায় পাঁচশত লোকের সমক্ষে এবং তৎপরে সেরবাজ গ্রামের ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষের প্রচারালয়ে সাত আটশত লোকের সমক্ষে শ্রীশ্রীনাম প্রচারের যথারীতি কার্য্য হইয়াছিল। উভয় স্থানেই নানাবিধ বক্তৃতা ও সঙ্গীত হইয়াছিল।

১১ই আশ্বিন অপরাহ্নে শ্যামবাজার হরিসভার সম্মুখে প্রায় তিন হাজার লোক সমবেত হন, তথায় শ্রীনামসংকীর্ত্তন এবং ভক্তিবিনোদ,ভক্তিভূষণ ও শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবাজী মহাশয়গণ দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমাগত লোকসকলকে শ্রীনামতত্ত্ব

উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্যামবাজার গ্রামে ও স্থানে স্থানে প্রচারমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীনামহট্টের কার্য্য তথায় জাহানাবাদচক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রযত্নে উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে, জানা গেল।

১২ই আশ্বিন প্রাতে হাটের কর্ম্মচারীগণ ভক্তিনিধি মহাশয়ের বদনগঞ্জের প্রপন্নাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে কয়াপট বাজারে একটী বিরাট সভা দেখা গেল, প্রায় তিন চারি সহস্রলোক বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত হাটের কর্ম্মচারীদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নামকীর্ত্তনের সহিত কর্ম্মচারীগণ তথায় উপস্থিত হইলে, প্রথমে লোককলরব নিস্তব্ধ করিবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় অতিবাহিত হইল। তত্ত্বাবধায়ক ভক্তিনিধি মহাশয়ের বক্তৃতান্তে ভক্তিবিনোদ মহাশয় "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং" শ্রীভাগবতের এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া মায়াবাদ নিরসন ও ভক্তিতত্ত্ব স্থাপন পূর্ব্বক একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, তৎপরে ব্রাজক-বিপণী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় একটি ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলে অন্যতর ব্রাজক-বিপণী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামানন্দ দাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনাম সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ সমস্ত বক্তৃতার সময়ে তত্রস্থ শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যে ভক্তিরস উচ্ছলিত হইতেছিল, তাহা তাঁহাদের ঘন ঘন প্রেমপূর্ণ হরিধ্বনিতে প্রকাশ হইয়াছিল।

১৪ই আশ্বিন রাত্রে ক্ষীরপাই গ্রামে শ্রীহারাধন দে মহাশয়ের মণ্ডপে প্রায় দুই তিন শত লোক সমবেত হইলে শ্রীহরিকীর্ত্তন ও অবশেষে ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের এক বক্তৃতা হইয়াছিল। গ্রামস্থ লোকেরা শ্রীশ্রীনামহট্টের উপকার পাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৬ই আশ্বিন অপরাহ্নে ঘটাল নগরে সংকীর্ত্তন ও নাম-প্রচার সভা হয়, তত্রস্থ প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী মহাশয়গণ প্রচার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভামণ্ডপে ক্রমশঃ প্রায় সহস্র লোকের সমাগম হয়, তন্মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ ছিলেন। জীবতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও নামতত্ত্ব বিষয়ে ভক্তিবিনোদ একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন, তাহাতে অনেকের মনে শ্রীনামহট্টের প্রতি ভক্তি সঞ্চার হইয়াছিল। দেখা গেল, ঘাটালে এ পর্য্যন্ত

নামহট্টের সমধিক কার্য্য হয় নাই, কিন্তু সে-দিবস অনেক সাধুলোক ভক্তবৃন্দ প্রেমের সহিত পরস্পর দলের প্রতিদ্বন্দী হইয়া নামগানে সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, অতি শীঘ্রই রামজীবনপুরের ন্যায় ঘাটালে নামহট্টের বিস্তৃতি হইবে।

রামজীবনপুর, ঘাটাল ও অন্যান্য স্থানে যে সকল গীত ও অভিনন্দন কবিতা পঠিত হইয়াছিল,তাহাতে হাটের কর্ম্মচারীদিগের অতিস্তুতি বাক্য থাকায় এই কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম। ঘাটালে যে গীত হইয়াছিল তাহা তত্রস্থ হরিসভা হইতে পৃথক ছাপা হইয়াছে।

ঘাটাল চক্র ও জাহানাবাদ চক্র পরিদর্শন করিয়া শ্রীশ্রীনামহট্টের কর্ম্মচারীগণ বুঝিতে পারিলেন যে, এই স্বল্পকালের মধ্যে হাটের কার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সাধারণতঃ ব্রাজক-বিপণী মহাশয়েরা বিশেষ যত্নের সহিত নিজ নিজ কার্য্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঘাটাল চক্রের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ মহাশয়ের কার্য্যের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারী যদি প্রতি চক্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়। অন্যান্য চক্র পরিদর্শনকালে বোধ হয়, সে আনন্দ লাভ করা যাইবে।

এখন আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কর্ম্মচারী মহোদয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখেন-

১। শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা ঘরে ঘরে প্রকাশিত হয়, এই কার্য্যটি টহলদার পদাতিক মহাশয়দিগের উপর নির্ভর করে।

২। অনেক স্থানে আমরা দেখিলাম যে, নামগান বলিয়া কতকগুলি ভুক্তি-মুক্তি-কামপূর্ণ বাজে পদের গান হইতেছে। শ্রীনামহট্ট হইতে এইরূপ হওয়া উচিত নয়। পূর্ব্বমহাজন-কৃত নাম,গীত এবং বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালায় প্রকাশিত নাম-গীতসকল অথবা তদনুরূপ যে-কোন নাম রচিত হয়, তাহাই কেবল গীত হওয়া উচিত। আমরা আশা করি যে, চক্রপতি কর্ম্মচারীগণ এ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবেন।

৩। অনেক স্থানে প্রচারক্ষেত্রে তত্রস্থ ভক্তগণ কর্ম্মচারীদিগকে ভোজন করাইবার যত্ন পান, তাহাতে তাঁহাদের রসাস্বাদনের অনেক ব্যাঘাত হয়, এইরূপ না হওয়াই ভাল। ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় আতিথ্যের নিষেধ করা হইল না।

৪। অনেক স্থানে বহুতর কালোয়াৎগণ শ্রীনামহট্টের গায়কপদ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত বৈঠিকী গানসকল গাইয়া থাকেন, সেই সকল গান প্রায় শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ; আমাদের ইচ্ছা এই যে শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনামযুক্ত বৈঠকীসকল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। চক্রপতি মহাশয়গণ সেইরূপ পদ রাগিণী, তাল উল্লেখ করতঃ প্রস্তুত করাইয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইলে আমরা তাহা; বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমালায় প্রকাশ করিব।

৫। যে যে হরিসভায় শুদ্ধভক্তি ও শুদ্ধনামের আলোচনা নাই এবং অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক হইয়া থাকে, সেই সকল হরিসভার সহিত শ্রীনামহট্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখা উচিৎ নয়, নচেৎ শ্রীশ্রীনামহট্টের মহিমা থাকিবে না।

শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ- সহরৎকারী, শ্রীকেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ- পরিমার্জ্জক, শ্রীসীতানাথ দাস মহাপাত্র- পতাকাধারী।

হাটের কার্য্য ঃ

শ্রীধামনবদ্বীপান্তর্গত গোদ্রুমক্ষেত্রে সুরভিকুঞ্জে শ্রীশ্রীনামহট্টের পরিমার্জ্জক, প্রচারক প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মচারী স্থানীয় ভক্তবৃন্দের নিয়মসেবা উপলক্ষে নামোৎসব করিয়াছিলেন। বিগত ২৭শে আশ্বিন হইতে ৩০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রতি-দিবস আরতি, নামকীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থ-পঠন, ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন, সময়ে সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন এবং নগরকীর্ত্তন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরেকে গোরাদহ, সপ্তঋষির ভজনস্থান, হংসবাহন, স্বরাট্ শৈল, হরিহর ক্ষেত্র, হিরণ্য-কুণ্ড প্রভৃতি প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ পূর্ব্বক তথায় নামগান ও তত্তৎস্থানের লীলা-বিষয়িণী বক্তৃতা হইয়াছিল তাহাতে সেই সকল লীলাস্থলীয় গ্রামবাসীরা স্থানমাহাত্ম্য অবগত হইয়া কি পর্য্যন্ত আনন্দ অনুভব

করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ সেই সেই লীলা-স্থলে গড়াগড়ি দিয়া মনের উল্লাসে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কাহার কাহার অশ্রুপাত এবং সকলের অঙ্গে পুলক হইয়াছিল। হিরণ্যকুণ্ডে শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যানে নামগান হওয়াতে তিনি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোদ্রুম-মহান্ত শ্রীযুক্ত নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে উচ্চ সংকীর্ত্তন-সহ পার নবদ্বীপ ভ্রমণ এবং প্রৌঢ়া মায়া প্রভৃতি নানা দেবালয়ে শুদ্ধ নামগান এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গনে তাঁহার নাম সুললিত-স্বরে কীর্ত্তন হইয়াছিল। তৎকালে আবাল-বৃদ্ধ-বালক সকলেই স্থির চিত্তে শ্রবণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পুরাঙ্গনারা অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গায়কদিগের উপর পুষ্পের ন্যায় বাতাসা বর্ষন করিয়াছিলেন। তথায় অনেক বিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। প্রভুর এইরূপ হৃদয়রঞ্জক নাম পূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই।

সেনাপতি ও টহল পদাতিক ঃ

শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবীর দ্বিতীয় দ্রুমে যে বিংশতি প্রকার কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত আর কয়েক প্রকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছেন। নামের হাট যত বল প্রকাশ করিতেছেন, হাটের প্রতিপক্ষ পাষণ্ড কলি ততই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকাশ করিতেছেন। সসৈন্য পাষণ্ড কলিকে দমন করিবার জন্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ ভগবন্নাম প্রচার-কার্য্যের সংরক্ষণার্থে একদল নূতন সেনা সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রধান সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি, চক্রস্থ সেনাপতি ও টহলদার, পদাতিক প্রভৃতি অনেক প্রকার কর্ম্মচারীগণ উক্ত সেনার অঙ্গবিশেষ। টহলদার পদাতিকগণ প্রতি গ্রামে কার্য্য করিবেন। চক্রস্থ সেনাপতি, প্রদেশস্থ সেনাপতি ও প্রধান সেনাপতি মহোদয়গণ আবশ্যকমত শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় যুক্তিদ্বারা পাষণ্ড মত নিরসন-পূর্ব্বক ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য স্থাপন করিবেন।

টহলদার মহোদয়দিগের নিয়মাবলী ঃ

১। সাধুসম্মত বেশে ভক্তিভাবে করতালধ্বনি করিতে করিতে টহলদার পদাতিক মহাশয় তাঁহার অবকাশ-ক্রমে প্রতিদিন অনূন্য পাঁচটি গৃহস্থের বাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ২। আজ্ঞা প্রচার করিতে যতক্ষণ লাগে তাহার অধিকক্ষণ সেই গৃহস্থেরবাটীতে থাকিবেন না। ৩। দৈন্যসূচক সুরে আজ্ঞা গান করিবেন। ৪। গৃহস্থের নিকট কোন প্রকার পার্থিব বস্তু প্রার্থনা বা গ্রহণ করিবেন না। ৫। গৃহস্থ যদি কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার করেন, পদাতিক মহাশয় তাঁহাকে সুমিষ্ট বাক্যের সহিত সন্তুষ্ট করিতে যত্ন করিবেন। কখনও কোন প্রকার ক্রোধ বা ঘৃণা মনে আনিবেন না। ৬। যদি কোন ব্যক্তি টহলদার মহাশয়ের সহিত কিছু বিতর্ক করিতে চাহেন, তবে তিনি স্বয়ং কোন বিষয় বিতর্ক না করিয়া নিকটস্থ সেনাপতি মহাশয়কে জানাইবেন। ৭। টহলদার মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীনামহট্টের একটি ছোট নিশান থাকিবে। ৮। যাঁহারা ভিক্ষা ও মন্ত্রোপজীবী, তাঁহারা টহলদার পদাতিক হইতে পারিবেন না। ৯। নামহট্টের কার্য্য করিয়া কেহ কোন পার্থিব সাহায্যের আশা করিবেন না। যে সদুপায়ে নিজের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সেই উপায়লব্ধ অর্থের দ্বারাই নিশান ও করতাল পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। এরূপ হইলে নিঃস্বার্থ কার্য্যের দ্বারাই তিনি মূল মহাজন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পরিতুষ্ট করিবেন।

সেনাপতি মহোদয়দিগের নিয়মাবলী ঃ

১। সেনাপতিগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব সংস্থান করিবার জন্য বেদ ও অনুগত স্মৃতি ও মীমাংসা-শাস্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

২। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে টহলদার পদাতিক নিযুক্ত করাইয়া তাহাদিগকে কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা দিবেন এবং আবশ্যক হইলে ভক্তিপূর্ণ শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষণ করিবেন।

নামহট্টের সাম্প্রতিক ইতিহাস

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীশ্রীগোদ্রুম-কল্পাটবী' পুস্তিকাটি প্রায় ১৫০ বছর আগে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা নামহট্টের ঐতিহাসিক তথ্যসম্পন্ন একটি প্রামাণিক পুস্তিকা বিশেষ।

নামহট্ট সংঘের প্রতিটি সদস্যের ভক্তিযোগ অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইহা একটি সহায়ক পুস্তকও বটে। সুতরাং এই পুস্তকটিকে নামহট্টের ইতিহাস বলিয়া বিবেচনা করিয়া শুধুমাত্র লৌকিকভাবে পাঠ করিলেই চলিবে না, ইহাতে নির্দেশিত প্রতিটি নিয়ম-নীতি নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া অনুশীলন করিতে হইবে। শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে যে, একজন তাহার দিব্য-দৃষ্টির দ্বারা ভগবানের বহু প্রাচীন চিন্ময় লীলাদি অদ্যাপিও দর্শন করিতে পারেন।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে নিত্যানন্দ প্রভু প্রবর্ত্তিত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্তৃক পুনঃ প্রচারিত নামহট্টের দিব্য ধারাটি অব্যাহত রাখিবার জন্য ১৯৭৯ সালে ইস্কনের বর্তমান গুরু বর্গের অন্যতম শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের নির্দেশনায় এই প্রকল্পটি পুনরায় সংস্থাপন হইয়াছে। বর্তমান ইস্কনের পরিচালনায় প্রায় ২০০০ টিরও অধিক নামহট্ট সংঘ স্থাপিত হইয়াছে।

প্রত্যেক বৎসর দোল পূর্ণীমা অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ইস্কন নামহট্টের পরিচালনায় শ্রীশ্রী নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা আয়োজন করা হইয়া থাকে। উক্ত পরিক্রমায় নামহট্ট ভক্তবৃন্দ সহ অন্যান্য সাধারণ লোকেরাও যোগদান করিয়া দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক করিতে সমর্থ হইতেছেন।

কেন্দ্রীয় নামহট্ট কার্যালয়ের জেলা প্রচারকগণ ৭০০'র অধিক নামহট্ট সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্বামীবাগ কেন্দ্রীয় নামহট্ট কার্যালয় থেকে ভারতীয় তীর্থ ভ্রমণ, বাংলাদেশ তীর্থ ভ্রমণ, গ্রন্থ প্রচার, আজীবন সদস্য, নামহট্ট সেবাসংকল্প সদস্য, প্যান্ডেল প্রোগ্রাম, নামহট্ট মাসিক প্রোগ্রাম, ফেষ্টিবেল, সেমিনার, হাউজ প্রোগ্রাম, পরিচালনা করছে।

তদুপরি গ্রন্থ মুদ্রণ ও নতুন ভক্তদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চলছে। ইস্‌কন নামহট্টের এই প্রকার বিবিধ কার্যাবলীর মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধারা ক্রমে সুদৃঢ় প্রসারিত হইয়া পড়িবে এবং সর্বত্র-ই হরিনামের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইবে।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধারায় পরম্পরাগত আচার্য্যবর্গ মঠের বাহিরে বসবাসকারী গৃহস্থ পরিবারদিগের ক্ষেত্রে 'গৃহে-অর্চ্চন' অনুষ্ঠান একান্ত কর্তব্য বলিয়া বিধান দিয়েছেন। আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদও এই বাসনা পোষণ করিতেন এবং তাঁহার বিভিন্ন লেখনীর মাধ্যমে তিনি তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। এখন তাঁহারই সুযোগ্য শিষ্যবর্গ তাঁহার এই বাসনা পূর্ত্তিকল্পে প্রয়াস করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীনামহট্টের মাধ্যমে তাঁহারা সেই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। হরেকৃষ্ণ-

ইস্‌কন নামহট্ট-
৭৯ স্বামীবাগ রোড, স্বামীবাগ আশ্রম
ঢাকা-১১০০।

নামহট্ট প্রসঙ্গে আচার্যবর্গের উক্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

"গৃহাভ্যন্তরকে সুখময় করে তুলতে হলে প্রত্যেকের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত...... তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত...... শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মতো ভগবদ্‌তত্ত্ব সমন্বিত গ্রন্থাদি পাঠ করা উচিত......পরিবারের সকলে মিলে সকাল ও সন্ধ্যায় একত্রে কীর্তন করা উচিত......"

(তাৎপর্য ঃ গীঃ ১৩/৮-১২)

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচারের জন্য সকলের সমবেতভাবে সংকীর্তন যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত......সকল শ্রেণীর ভক্ত একত্রে মিলিত হয়ে সমবেতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করবেন।"

(তাৎপর্য ঃ গীঃ ৯/৩৪)

"প্রত্যেকটি -গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে, সংকীর্তন যজ্ঞকে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া...."

(তাৎপর্য ঃ চৈঃ চঃ আঃ ১৪/৫৫)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

"নবদ্বীপ পরিক্রমা যত শীঘ্র সম্ভব শুরু করার চেষ্টা করুন। এই কার্য কৃষ্ণভক্তি প্রদান করবে। শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা করার চেষ্টা করুন এবং তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়াস করুন; দিনে দিনে যাতে তার শ্রী ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, সেই বিষয়ে যত্নবান হোন। মুদ্রণকেন্দ্র (ছাপাখানা) স্থাপন করে, ভক্তিমূলক শাস্ত্রাদি বিতরণ করে এবং নামহট্টের প্রসার করে প্রত্যেকে সুন্দরভাবে শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা করতে পারেন। আমি যখন এই শরীরে বর্তমান থাকব না, তখনও আপনারা মায়াপুরের সেবা করবেন, সেটাই আমার হৃদয়ের একান্ত বাসনা। এটি সচেতনতার সঙ্গে সম্পাদন করার চেষ্টা করবেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"আমরা আশা করছি যে, নামহট্টের বিষয়বস্তু সবরকম প্রচারের থেকে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত হবে। শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ে যে সব মিথ্যা পদাদি প্রবেশ করছে, তা শীঘ্রই অন্তর্হিত হবে এবং অবশেষে শুদ্ধ হরিনামের জয়পতাকা সমগ্র পৃথিবীতে আন্দোলিত হবে।"

(শ্রীশ্রীনামহট্ট
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা
প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)

"নামহট্ট প্রচারে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেকের দৃঢ় সংকল্পযুক্ত হওয়া উচিত"।

(শ্রীশ্রীনামহট্ট, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা)